দৈনিক বাংলা

তারিখ ৩০ OCT 1987
পৃষ্ঠা ৪ কলাম 4

১২ই কার্তিক ১৩৯৪.

জুবিলী স্কুলের ১২০ বছর

আবদাল আহমদ

বুড়ীগঙ্গার কোল ঘেঁষে ঢাকার নর্থব্রুক হল রোডের পাশে প্রতিষ্ঠিত কে এল জুবিলী স্কুল এক ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম। এ স্কুলের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে শতবর্ষের ইতিহাস আর বহু জ্ঞানীগুণী প্রতিভার কথা।

এ বছর কে এল জুবিলী স্কুল এক শ' বিশ বছরে পদার্পণ করল। এ উপলক্ষে স্কুলে আয়োজন করা হয় সপ্তাহব্যাপী শতবর্ষ পূর্তি উৎসব। গত শুক্রবার স্কুল মাঠে বর্ণাঢ্য এ অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী। তিনি স্কুলটিকে 'শতাব্দীর ঐতিহ্য' বলে আখ্যায়িত করেন।

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ। এ সময় পূর্ব বাংলা ছিল আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে খুবই অনগ্রসর। ঢাকা শহরে তখন ছিল ঢাকা কলেজ, পোগোজ স্কুল, ইডেন ফিমেল স্কুল নামে গুটিকয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ঠিক এ সময়ে ঢাকা শহরে ব্রাহ্মধর্মের ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। এ অবস্থায় ১৮৬৫ সালে ঢাকায় এলেন শ্রী কেশব সেন। ব্রাহ্মসমাজ আত্মনিয়োগ করল সমাজ-সংস্কার কাজে। এই প্রেক্ষাপটেই ১৮৬৬ সালে বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও ব্রাহ্মধর্মের সেবক অনাথবন্ধু মল্লিক ঢাকায় একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নেন। এ বছরই পূর্ব বাংলায় শিক্ষার আলো

এখনকার জুবিলী স্কুল — ছবিঃ ওয়াসে আনসারী

ছড়িয়ে দেয়ার অঙ্গীকার নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা ব্রাহ্মবিদ্যালয়। এ বিদ্যালয়ে তখন ইংরেজী ও বাংলা বিভাগ ছিল। নীলকর সাহেবদের কুঠিবাড়িই এ স্কুলের আদিবাড়ি। ১৮৭২ সালে উন্নততর ব্যবস্থার জন্যে এ স্কুলের দায়িত্ব নেন ঢাকা জেলার বালিয়াদির জমিদার কিশোরী লাল রায় চৌধুরী। তিনি স্কুলটির সার্বিক উন্নতিতে নিরলস কাজ করে যান। তারই প্রচেষ্টায় ১৮৮৪ সালে 'জগন্নাথ কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। জগন্নাথ কলেজের ক্লাস এ স্কুলেই চলত। কলেজটি কিশোরী লাল রায় চৌধুরীর পিতা জগন্নাথ রায় চৌধুরী নামে নামকরণ করা হয়। ১৮৮৭ সালে চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ে জগন্নাথ কলেজের নতুন ভবন নির্মিত হলে কলেজটি স্কুল থেকে সরিয়ে নেয়া হয়।

১৮৮৭ সালে মহারানী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন আরোহণের স্বর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে কিশোরী বাবু এ স্কুলটির নামকরণ করেন কিশোরী লাল জুবিলী হাইস্কুল। জগন্নাথ কলেজ ও স্কুলটি কিশোরী লালের অনুদানেই পরিচালিত হত। ১৯১৪ সালে ছোটলাট কারমাইকেল পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শন করেন। তিনি স্কুলটির বেশ প্রশংসা করেন।

১৮৬৬ সালে গুটি কয়েক ছাত্র নিয়ে যে স্কুলটি যাত্রা শুরু করেছিল আজ তার আয়তন অনেক বড়। বর্তমানে এ স্কুলে শিশু শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাতঃ ও দিবা বিভাগের ৪৮টি শাখায় দু হাজার সাত শ ছাত্রছাত্রী। শিক্ষক রয়েছেন ৬২ জন। তাছাড়া ১৯৮৬ সালে এ স্কুলে মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগসহ মেয়েদের জন্য উচ্চ মাধ্যমিক শাখা খোলা হয়। জুবিলী হাইস্কুলের চেহারাও বদলেছে। নীলকর সাহেবদের কুঠিবাড়ির ভবন আর নেই। এখন কাঠের সিঁড়ি বেয়ে আর স্কুলের দোতলায় উঠতে হয় না। কুঠিবাড়ির ভবন ভেঙ্গে ফেলে ইটের তৈরি পাঁচটি বৃহৎ ভবন তৈরি করা হয়েছে।

জ্ঞানের আলোক শিখা নিয়ে এ স্কুল থেকে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। তারা কর্মজীবনে যেমন প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তেমনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

খ্যাতিমান বিজ্ঞানী ডক্টর মেঘনাদ সাহা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উজ্জ্বল প্রতিভা ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন, ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী বিখ্যাত সাঁতারু ব্রজেন দাস এ স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন। পড়াশুনার ক্ষেত্রে এ স্কুলটি বরাবরই ভালো ফল করে আসছে। গত পাঁচ বছরে এসএসসি ফলাফলে

দৈনিক বাংলা

তারিখ ৩০ OCT 1987
পৃষ্ঠা ৪ কলাম 4

ঢাকা : শুক্রবার, ১২ই কার্তিক, ১৩৯৪

স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা কিশোরীলাল রায় চৌধুরী

এ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পাসের হার গড়ে শতকরা ৮৫ ভাগেরও বেশী ছিল।

জুবিলী স্কুলের রেকর্ডে ছয়জন প্রধান শিক্ষকের নাম পাওয়া যায় তবে একজন ছাড়া বাকীদের সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

কে এল জুবিলী স্কুল একটি প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। কিন্তু স্কুলের ধারাবাহিক কোন ইতিহাস আজ পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হয়নি। এ স্কুলের রেকর্ডে প্রথম প্রধান শিক্ষক হিসারে যার নাম রয়েছে তিনি কখন স্কুলের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তারও কোন তারিখ নেই। স্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষক জনাব কামরুজ্জামান ১২০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যে রিপোর্টটি পড়ে শুনান তাতে ঐতিহ্যবাহী স্কুলটি সম্পর্কে তেমন কোন তথ্যই ছিল না। তিনি ২৮ বছর ধরে এ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তার রিপোর্টটিতে স্কুলের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস থাকতে পারত।

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে যে স্মরণিকা প্রকাশিত হয়েছে তা খুবই নিম্নমানের।

এ পর্যন্ত যারা প্রধান শিক্ষক হিসাবে এ স্কুলে দায়িত্ব পালন করেছেন তারা হলেন শ্রী বিশ্বেশ্বর বন্দোপাধ্যায় (১৯১২ পর্যন্ত), শ্রী বিনোদ বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ (১৯১৩-১৯৪২), শ্রী গোপালচন্দ্র সেন এম এ বি টি (১৯৪২-১৯৫১), জনাব মীর আবদুল গফুর এম এ বি টি (১৯৫১-১৯৫৮) জনাব মোহাম্মদ সালেম বিএবিটি (১৯৫৮-১৯৫৯) এবং জনাব মোহাম্মদ কামরুজ্জামান এমএবিএড (১৯৫৯—বর্তমান)।

জুবিলী স্কুলের ১২০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উৎসবে অনেক নতুন পুরনো ছাত্রছাত্রী এসেছিলেন। পুরনোরা ফেলে আসা দিনের স্মৃতি আর নতুনরা বর্তমানের স্মৃতিচারণ করে ঐতিহ্যবাহী এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন।

এক শ' বিশতম জন্মউৎসবে উপস্থিত না হতে পারায় দুঃখ প্রকাশ করে অনেক পুরনো ছাত্র দূর-দূরান্ত থেকে জুবিলী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে চিঠি লিখেছেন। তারা এসব চিঠিতে উল্লেখ করেছেন এভাবে, আপনাদের চিন্তাধারায় প্রাক্তনেরা যে এখনও বেঁচে আছেন সেজন্যে কৃতজ্ঞতাবোধ করছি।

কে এল জুবিলী স্কুল এক শতাব্দীর ইতিহাসের নাম। এ বড় কম কথা নয়। জীবনে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বদের শৈশব-কৈশোরের এ স্কুলটি আপন মহিমায় আজও ভাস্বর।